মৃদুমন্দ সমীরণ

সাদিয়া ইয়াসমিন ঐতিহ্য

ইট-কাঠ-পাথরের এই শহরে রাতই যেন একমাত্র সত্য। দিনে দানবিক মিথ্যের রাজ্য–এই রাতের আঁধারে কেমন যেন শান্ত কোমল হয়ে যায়, ঠিক যেমন একজন দুর্ধর্ষ শিকারির মুখও ঘুমিয়ে গেলে শান্ত আর মায়াবী হয়ে যায়, ঠিক তেমনই। ঠিক ঘুমন্ত মুখের মতো শান্ত, কোমল! রাতের আকাশও ঘুমন্ত মুখের মতো নিষ্পাপ, মায়াবী ও কোমল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে অনন্তকাল।

অনেক দিন বারান্দায় বসে রাত্রিবিলাস করা হয় না। তবে আজ নিছক অভ্যাসবশতই যখন বারান্দার গেলাম, তখন বয়ে যাওয়া বাতাস যেন আমার দেহকে ভেদ করে হৃদয়ে স্পর্শ করল আর কানে কানে বলল, 'থাকো না কিছুক্ষণ!' আমিও সেই আবেদন, সেই অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে থেকে গেলাম।

আজ দারুণ বাতাস বইছে। না না, একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো নয়, অনেক কোমল ভাব রয়েছে আজ বাতাসে, শান্ত কিশোরীর চিত্তের মতো শান্ত, যাকে বলে 'মৃদুমন্দ সমীরণ'। হালকা স্নিগ্ধকোমল বয়ে চলা, যেন কোনও তাড়াহুড়োই নেই, সবকিছুকে খুব আলতো করে, যত্ন করে ছুঁয়ে যাচ্ছে মায়ের মতো, স্নেহশীল প্রেমিকের মতো।

চুল খুলে দিয়েছি। মৃদুমন্দ সমীরণ, খোলা এলোকেশ–কেমন কাব্যের মতো লাগছে সবকিছু! আস্তে ধীরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, যেন চুল নিয়ে খেলছে অথবা আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ বুঁজতেই মনে হলো–মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

লর্ড বায়রনের 'She Walks in Beauty' কবিতার কথা মনে পড়ে গেল, শুধু পার্থক্য হলো–আমি বারান্দায় বসে রাত্রিবিলাস করছি। রাতের আকাশের অদ্ভুত একটা রং আছে। আর কোথাও এই রং দেখতে পাওয়া যায় না। কোনো শিল্পীও হয়তো হুবহু এই রং ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি আজও। এ-রঙের শিল্পী শুধু একজনই।

এই চিরন্তন সত্য, রাতের আকাশের মতো আরেকটি অবিচল সত্য পশ্চিম আকাশে পড়ে আছে; ঠিক যেমনটি শত অবেহেলার পরও ছেড়ে যায় না সামান্য এক ভালোবাসা প্রত্যাশী প্রেমিকারা; অথবা অপেক্ষার প্রহর গোনা প্রেমিকেরা–পড়ে থাকে একটা কোনায়। এই যান্ত্রিক প্রাণহীন ভবনের সঙ্গেও যেন অদ্ভুদ প্রাণময় রাতের আকাশটা বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। দিনের আলোতে দানবরূপী ভবনগুলোকেও রাতের আকাশের সঙ্গে কেমন কোমল দেখাচ্ছে।

আজকের এই রাত যেন দুনিয়ার সকল মুগ্ধতা নিয়ে হাজির হয়েছে। এই রাত দেখতে

দেখতে একটি গোটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়! জীবনের যা কিছু কোনও কষ্ট ছাড়াই পাওয়া যায়, তার সবটাই রূপকথার মতো। এই যেমন মৃদুমন্দ সমীরণ, মুগ্ধতা সৃষ্টি করা রাতের রং, নতুন ভোরের স্নিগ্ধতা, বৃষ্টির শব্দ, বয়ে যাওয়া বাতাসের নীরব আবেদন, জ্যোৎস্নার ফুল আর অমলিন প্রাণোচ্ছল অপার্থিব কিছু স্বপ্ন...।

আমিও পেয়েছি যান্ত্রিক ভবন, রাতের আকাশ, মৃদুমন্দ সমীরণ আর এলোকেশী যুবতীর চোখ ভরা স্বপ্ন।
'ধীরে ধীরে যাও না সময়
আরও ধীরে বও
আরেকটুক্ষণ রও না সময়
একটু পরে যাও'...